JUN. 18 2002

চাখারে কলেজ কক্ষে ছাত্রী ধর্ষণ করেছে বিএনপি ক্যাডাররা ॥ বাড়াবাড়ি করলে হত্যার হুমকি

শওকত মিলটন, বরিশাল থেকে ॥ চাখারের ঐতিহ্যবাহী সরকারী ফজলুল হক কলেজের এক কক্ষে বিএনপির ক্যাডাররা এক কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণের পরে বিবস্ত্র অবস্থায় ঐ তরুণীকে উদ্ধার করেছে কলেজের হেড ক্লার্ক, পিয়ন ও নির্মাণ শ্রমিকরা। বিএনপি ক্যাডাররা তাদের এবং ঐ তরুণীকে হুমকি দেয় ঘটনা প্রকাশ পেলে জীবননাশ করার। এ ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে বানারীপাড়া উপজেলা যুবদল সভাপতি ও চাখার ইউপি চেয়ারম্যান মজিবর রহমান ও স্থানীয় নেতা বজলু খাঁ। তাদের চাপের কারণে ধর্ষিত তরুণী প্রাণভয়ে কোন মামলা না করে রাজশাহীতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নুরুল হক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। এ তথ্য প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বিভিন্ন সূত্রের। সূত্র জানিয়েছে, অষ্টাদশী ঐ তরুণী রাজশাহীর একটি কলেজের ছাত্রী। তাদেরও গ্রামের বাড়ি বানারীপাড়া উপজেলার চাখার ইউপির দড়িকর গ্রামে। তবে তারা দীর্ঘদিন ধরে রাজশাহীতে বসবাস করছে বাবার চাকরি সূত্রে। প্রায় এক সপ্তাহ আগে ঐ তরুণী তার পরিবারের সদস্যদের সাথে বানারীপাড়া উপজেলার চাখার ইউপির খলিসাকোঠা গ্রামে তার ভগ্নিপতির বাড়িতে বেড়াতে আসে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঐ তরুণী ওষুধ কিনতে চাখার বাজারে রওনা হয়। চাখার ফজলুল হক কলেজের সামনে বিএনপি ক্যাডার হান্নান শিকদার, স্বপন শিকদার, মতি তার পিছু নেয়। তারা কৌশলে তাকে কলেজের ভিতরে নিয়ে যায়। কলেজ শুক্রবার বন্ধ থাকলেও জুন ফাইনালের কাজ চলছিল। কলেজের প্রশাসনিক ব্লকের একটি কক্ষে কাজ চলছিল। ক্যাডাররা দোতলার একটি কক্ষে ঐ তরুণীকে জোর করে নিয়ে যায়। সেখানে ঢুকিয়ে তার মুখ চেপে ক্যাডাররা মেতে ওঠে মধ্যযুগীয় উল্লাসে। তারা ঐ তরুণীর কাপড়চোপড় ছিঁড়ে ফেলে। তারপর তার সর্বস্ব লুটে নেয়া হয়। এক পর্যায়ে ক্যাডারদের হাতের চাপ আলগা হলে তরুণী চিৎকার করে ওঠে। তার চিৎকারে কলেজের হেডক্লার্ক আঃ খালেক, পিয়ন সোবহান ও পাশের একটি নির্মাণাধীন বাড়ির নির্মাণ শ্রমিকরা ছুটে আসে। তারা এসে ক্যাডারদের এবং কক্ষের ভিতরে বিবস্ত্র অবস্থায় ঐ

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন

চাখারে কলেজ

(১২-এর পাতার পর)

তরুণীকে দেখতে পায়। ক্যাডাররা উপস্থিতদের এ তরুণীকে এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে খুন করা হবে বা হুমকি দেয়। এরপর ক্যাডাররা বীরদর্পে চলে যায়।